প্রথম আলো

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

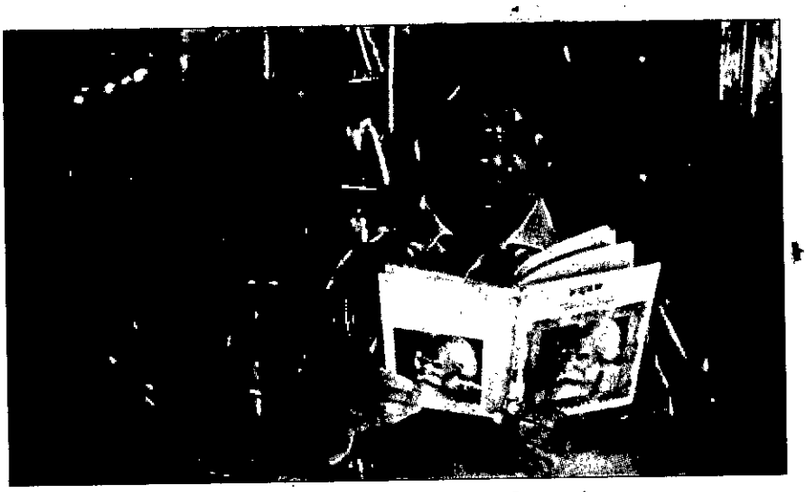

লালবাগের আমলীগোলার আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠক এখন বেশ কম। গত বুধবার ছবিটি তুলেছেন **মনিরুল আলম**

একটি পাঠাগারের ইতিকথা

কাজী আলিম-উজ-জামান ●

ক্রিং ক্রিং, পিপ পিপ, পিপিপ। দ্বিচক্র ও ত্রিচক্র যানের অনবরত হর্ন। ভ্যানে তরকারিওয়ালার হাঁকডাক। দোকানে কেটলিতে ফুটছে দুধ। কড়া লিকারের সঙ্গে গরম দুধের মিশেলে উৎপন্ন সুগন্ধ বাড়ি খাচ্ছে নাকে। এই ভরদুপুরেও রাস্তায়, অলিগলিতে প্রচুর মানুষ।

জায়গাটার নাম আমলীগোলা। ১৮৫৭ সালে ইংরেজশাহির বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এখানকার বীর যুবকেরা। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের অভিযানের মুখে ব্যর্থ হয় সে বিদ্রোহ। পরে প্রহসনের বিচারে এখানকার আস্টাঘর ময়দানে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল এই যুবকদের। ইতিহাসের চিহ্ন বুকে ধারণ করে টিকে থাকা জনপদ লালবাগের এই আমলীগোলা। অবশ্য সে ইতিহাসের কোনো কিছু এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আমলীগোলায় আছে পার্ক, যদিও গাছ মাত্র তিনটি। এর 'ছায়ায়' চেয়ার পেতে গল্পগুজব করেন স্থানীয় যুবক সম্প্রদায়। পাশে লম্বাটে একচিলতে জায়গা। শামিয়ানা টানিয়ে অনুষ্ঠানাদি হয়, পাড়ার ছেলেরা দেদার ক্রিকেট খেলে। এই পার্কেই আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরি। যেটির যাত্রা ১৯৫২ সালের শুরুর দিকে, ভাষা আন্দোলনের চেতনা বুকে নিয়ে।

পাঠাগারটির প্রাণপুরুষ পুরান ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নাজির হোসেন, যিনি খ্যাত তাঁর *কিংবদন্তীর ঢাকা* গ্রন্থটির জন্য। *একটি পাঠাগারের ইতিকথা* বইতে নাজির হোসেন লিখেছেন, 'সে সময় আমার কাছে দস্যু মোহন ও অন্যান্য ডিটেকটিভ বই ছিল। অনেক সময় এসব বই মহল্লার লোকজনদেরও পড়িয়ে শোনাতাম। সবচেয়ে দুঃখের কথা, বই পড়ে শোনানোর মতো তেমন কোনো ঘর ছিল না। সাধারণত ফটিক চাঁদের চায়ের দোকানে বসেই আমাদের পড়ার আসর চলত।'

নাজির হোসেন ও আজাদ মুসলিম ক্লাবের সহসভাপতি গিয়াসউদ্দিন আহমেদের বাড়িতে থাকা বইগুলো দিয়ে যাত্রা শুরু পাঠাগারটির। নাজির হোসেন লিখেছেন, 'বইগুলো নিয়ে গিয়ে রাখতে হলো একটি কাঠের বাক্সে। একটি বুক শেলফ কেনার সামর্থ্যও ছিল না। মহৎ কাজের শুরু এভাবেই করতে হয়।'

আমলীগোলা নামে জায়গাটা পরিচিত হলেও এর পোশাকি নাম জগন্নাথ সাহা রোড। বর্তমানে পার্কের ভেতরে যে দোতলা ভবনটি, এর নিচতলায় লালবাগ কমিউনিটি সেন্টার, দোতলায় পাঠাগার। ৮ আগস্ট দুপুরে পাঠাগারে গেলে গ্রন্থাগারিক আনসার উদ্দিন জানালেন আগের দিন ছিল নাজির হোসেনের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী। সে উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল স্মরণসভা। পাঠাগারে চেয়ার পর্যাপ্ত। ১৭টি আলমারি। বইয়ে ঠাসা। একটিতে কেবল নাজির হোসেনের বই। একটিতে উর্দু সাহিত্য। এ ছাড়া সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রচুর বই এখানে। সাড়ে চার হাজারের ওপর।

একটি আলমারি খুলে আঙুল ছোঁয়াতেই পুরু জমাট ময়লা উঠে এল। বোঝাই যাচ্ছে, আলমারিটি খোলা হয়নি অনেক দিন। আনসার উদ্দিনের ভাষ্য, 'আমরা নিয়মিত বিরতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি। তারপরও কিছু বই নষ্ট হলেও হতে পারে।' কয়েক বছর আগেও গড়ে রোজ ১৫ থেকে ২০ জন পাঠক পেত এই পাঠাগার। এখন তা কমে ঠেকেছে সাত-আটজনে। তবু নিয়মিত খোলা হয়। পড়ার সময় বিকেল চারটা থেকে আটটা পর্যন্ত। জানা গেল, এখন যে পাঠকেরা আছে, তারা মূলত সংবাদপত্রের পাঠক। চারটি পত্রিকা রাখা হয়, সঙ্গে কিছু সাময়িকী। বই পড়া বা বাসায় নেওয়ার চল নেই বললেই চলে।

পাঠক কমে গেল কেন, জানতে চাইলে গ্রন্থাগারিক জানালেন যাঁরা নিয়মিত পাঠাগারে আসতেন, তাঁদের কেউ কেউ নিচে ওয়াইফাই জোন বানিয়ে নিয়েছেন। সেখানে মুঠোফোন নিয়ে পড়ে থাকেন।

এই পাঠাগারটি একসময় সরকারি অনুদান পেত। কিন্তু এখন কোনো সহায়তা পায় না। এখন পাঠাগারের কোনো আয় নেই। এখানকার কর্মীদের বেতনভাতা মেটানো হয় আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্সের অন্যান্য উদ্যোগ থেকে আসা আয় থেকে। পাঠাগারটি এই সংগঠনেরই একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।

পাঠাগার পরিচালনা কমিটি সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন। তিনি নাজির হোসেনের ছেলে এবং পার্শ্ববর্তী ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। জানালেন কিছু উদ্যোগের কথা, 'কাছেই ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্সের চারতলা নিজস্ব ভবন তৈরি হয়েছে। সেখানেই স্থানান্তর হবে কমপ্লেক্সের কার্যালয়। আর তখন পাঠাগারের জায়গা বেড়ে যাবে। তখন আমরা একে নতুনভাবে সাজাতে পারব।'

লালবাগের আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরি

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট লেখক নাজির হোসেন